আগ্রাসী ভাষা অথবা ভাষার আগ্রাসন

জাহেদ সরওয়ার

কিছুদিন আগে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাত্রাকালে বাসের ভেতর একদঙ্গল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তরুণীদের সহযাত্রী হবার সুযোগ ঘটে। স্বভাবতই তার খুব উচ্ছল ছিল। গাড়ীতে উঠার সাথে সাথে আমার মনে হল, আমি যেন ভূল জায়গায় এসে পড়েছি। অদ্ভুদ এক বাংলাভাষায় কথা বলছে তারা। বাংলা ইংরেজী মিশেল এক জগা খিচুড়ি ভাষা। যেন বাংলাভাষায় কথা বলতে না হলেই তারা বাঁচে। ভয় পেয়ে গেছি। এইতো আমাদের তরুণ প্রজন্ম, যারা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জীবন যাপন করে। এদের বিচরণ ইন্টারনেট, এরা দেখে হলিউড, এরা বি.বি.সি, সি. এন. এন।

মাইক্রোসফট' এনকার্টা ওয়ার্ল্ড ডিকশনারি' যে দিন প্রকাশিত হয়। তার উদ্বোধনী ভাষণে খুব দম্ভভরে বিলগেটস বলেন' এক পৃথিবী এক অভিধান। এটাকি তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হুমকি নয়! একটা ভাষা যখন বিলুপ্ত হয় তখন সেটা একটা সংস্কৃতি নিয়েই বিলুপ্ত হয়। কারণ মানবিকতার কেন্দ্রে থাকে ভাষা।

ইদানিং ইন্টারনেট যোগাগোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্দেহ নেই মানবজাতির জন্য এটা অসাধারণ পাওয়া। কিন্তু সাথে সাথে তার সকর ভাষার ভার্ষাণ হওয়া উচিত।

ইউনেস্কোর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় মাত্র এগারটি ভাষা এখন গোটা পৃথিবীর মাতৃভাষা। এদের মধ্যে শীর্ষে আছে ম্যান্ডোরিন চায়নিজ।

মাতৃভাষার দিক দিয়ে ভাষাভাষির সংখ্যাঃ-

চায়নিজ ম্যন্ডোরিন-৮০ কোটি
ইংরেজি -৩৫কোটি
হিন্দি-উর্দূ-৩৫কোটি
স্পেনিষ-৩১কোটি
বাংলা-১৭কোটি
আরবি-১৬কোটি
রাশিয়ান-১৬কোটি
পর্তুগীজ-১৬কোটি
জাপানিজ-১২কোটি
জার্মান-৯কোটি
ফ্রেঞ্চ-৭কোটি

ব্যবহারিক দিক দিয়ে ভাষাভাষির সংখ্যাঃ-

ইংরেজি-১৯০কোটি
ম্যন্ডোরিন চায়নিজ-১০০কোটি
হিন্দি-উর্দূ-৫৫কোটি
স্পেনিষ-৪৫কোটি
রাশিয়ান-২৯কোটি
ইন্দোনেশিয়া-২০কোটি
আরবি-১৮কোটি
পর্তুগীজ-১৮কোটি
বাংলা-১৭কোটি
জাপানিজ-১৪কোটি
ফ্রেঞ্চ-১৩কোটি

এই হিসাবটি এক ভাষা অন্য ভাষাকে গিলে খাবার চিত্র তুলে ধরে। ইংরেজি নিয়েছে শাদা তিমির ভূমিকা।

করমচাঁদ গান্ধী ১৯৪৬ সালে ইংরেজির এই অভিযাত্রা দেখে বলেছিলেন' মনে হয় ইংরেজি মদে দুনিয়া সবাই মাতাল হয়ে গেছে। অবশ্য তিনি ইন্টারনেট, হলিউড আর মিডিয়ার দৌরাত্ম্য দেখেন নি। ইংরেজি এখন সর্বগ্রাসী। যেখানে তার থাকার কথা নয় সেখানেও তার বিচরণ। কেবল ফরাসীরা আজো নিজেদের ভাষাটাকে জোঁকের মত ঝেঁকে ধরেছে। আমার এক ফরাসী বন্ধু শিঁমন আমার সাথে সপ্তাহকাল বিহার কালে একটাও ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেনি। আমিও ফরাসী জানিনা। ফলে আমাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিম জাতির ভাষা। মানে ইশারা ইঙ্গিত। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে তা হচ্ছে আত্মীকরন। সে যে ভাষাকে গ্রাস করে তার শব্দ সমুহ সে নিজের করে নেয়। এতে সেই ভাষাভাষি লোকজনের মনে সান্তনা থাকে যে আমাদের ভাষা জাতে উটল। কিন্তু সেতো মরিচীকা!

ইউনেস্কোর এই পরিসংখ্যানে দেখা যায় ইংরেজীর সাথে পাল্লা দিয়ে সব ভাষাই মোটামুটি তাদের অবস্থান পাল্টিয়ে নিতে সচেষ্ট।লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেবল বাংলাভাষা তার নিজস্ব স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে হিন্দি আর ইংরেজি আমাদের বেডরুমে ঢুকে আছে। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশে এই ভাষা আলাদা সমীহ পেত একসময়।আন্ত জাতিক অঙ্গনে এই ভাষাই দক্ষিন এশিয়ার মুখ উজ্জল করেছে। আর বাঙালী শব্দটাই মূলত একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা একান্তই ভাষা গত। আমরা যদি অচিরেই এমন একটা ভাষা হারিয়ে ফেলতে না চাই। তাহলে আমাদেরকেও সেই ভাষার আগ্রাসন সামলানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।